নীহারিকা একটি নাম

www.cidaw.com

আলোর নিচে যেমন থাকে অন্ধকার, ঠিক তেমনি আমাদের সমাজের ঝলমলে আলোকিত জগৎটার পাশাপাশি আছে কালো অন্ধকার একটা জগৎ । এই জগতের যারা বাসিন্দা তারা শুধু অন্ধকারটাকে দেখে আর সেই অন্ধকারের যাবতীয় কদর্যতা, কালিমা মেখে বড় হয় । আলো ঝলমল পৃথিবীটাকে তারা দূর থেকে দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে । এই জগতের বাসিন্দারা বড় অসহায়, দুঃস্থ । এখানকার ছোটদের কেউ ভালো কথা বলে না । ভালো গান শোনায় না । রূপকথার গল্প শুনিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে এই ছেলেমেয়েদের কেউ ঘুম পাড়ায় না । জন্মের পর বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই এরা বুঝতে পারে যে আলোর পরশ পাবার অধিকার ওদের নেই । অন্যের ঘৃণা, অবজ্ঞা ও করুণা কুড়িয়েই ওদের বড় হতে হবে ।

সেই অন্ধকারকে দূরে ঠেলে এখানকার ছেলে মেয়েদের আলোর জগতে নিয়ে আসার দুঃসাহস দেখালেন, একজন আদর্শনিষ্ঠ ত্যাগী মানুষ । জন্মসূত্রে দার্জিলিং-এর লোক হলেও নিজের কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিলেন কোলকাতা ও আশেপাশের 'লাল-বাতি' (Red light) অঞ্চলগুলি । এইসব অঞ্চল থেকে ৩০টি ছেলেমেয়ে নিয়ে আজ থেকে ৫ বছর আগে রানাঘাটের আনুলিয়া গ্রামে স্থানীয় কিছু মানুষের সাহায্যে ও সহযোগিতায় তিনি গড়ে তুলেছিলেন নীহারিকা আশ্রম । নীহারিকা গড়ে এই মানুষটি শুধু যে ৩০টি ছেলেমেয়ের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করলেন তাই নয়, সূচনা করলেন এক সামাজিক আন্দোলনেরও ।

এই আশ্রমের আবাসিকদের সুস্থ-সুন্দর জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং এই সামাজিক আন্দোলনকে আরও ব্যাপক করার ব্রত নিয়েই শুরু হয়েছিল নীহারিকার পথ চলা । দেশী-বিদেশী কোনও বড় রকম আর্থিক সাহায্য ছাড়াই এই ৩০ জনের থাকা খাওয়ার ও পড়াশুনার দায়িত্ব নীহারিকা নিতে পেরেছে শুধু চারপাশের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কিছু বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্য ও সহযোগিতার ফলে ।

নীহারিকায় অর্থের অভাব আছে, ঘরের অভাব আছে, অভাব আছে আরও প্রয়োজনীয় জিনিসের । কিন্তু অভাব নেই আনন্দের । এখানকার ছেলেমেয়েরা সপ্তাহে ৬ দিন নিরামিষ খেয়ে, একদিন আমিষ খায় । অনেক সময়ে সেটাও হয়ে ওঠে না । বুলগার (Bulgar) বা আধভাঙ্গা গমের খিচুড়ি দু-বেলা খেয়ে ওদের পেট ভরাতে হয় । তা সত্ত্বেও ওরা ফাইনাল পরীক্ষায় স্টার পায় । ফার্স্ট ডিভিসান পায় । খেলাধুলায় জেলায় চ্যাম্পিয়ান হয়, গানের প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় হয় । ছবি আঁকায় পুরস্কার পায় । ওদের সবার প্রিয় 'আঙ্কেল' ওদের বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখান । সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য চলে ওদের আপ্রাণ প্রচেষ্টা । ওরা ওদের জন্য বরাদ্দ দু-হাতা দুধ একমাস না খেয়ে, টাকা বাঁচিয়ে সুনামী-র দুর্গতদের জন্য টাকা পাঠায় । নিজের স্কুল টিফিনের দৈনিক বরাদ্দ ২ টাকা টিফিন না খেয়ে রিক্সাচালক বাবার হাতে তুলে দিতে চায় তার ছোট্ট ছেলের হার্ট অপারেশনের জন্য ।

সকাল বেলা উঠে মাঠে দৌড়ানো, তারপর পড়তে বসা, স্কুলে যাওয়া, স্কুল থেকে ফিরে খেলা, টিফিন খাওয়া, আবার পড়া, রাতের খাওয়া, ঘুম । কেটে যায় দিন থেকে রাত । এত কিছুর মধ্যেও এরা পালন করে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, রাখী বন্ধন উৎসব, ভাইফোঁটা, পালন করে নীহারিকার জন্মদিন ।

গত ২৫শে জুন ২০০৬ নীহারিকার ছেলেমেয়েরা পালন করল আশ্রমের ৫ম জন্মদিন । শান্তিনিকেতনি প্রথায় পাল্কি করে ফুল ও ফলের গাছ নিয়ে গান গাইতে গাইতে মাঠ পরিক্রমা করে গাছ পোঁতা হল । তারপর শুরু হল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । ঘরোয়া ভাবে বিনা আড়ম্বরে পরিবেশিত হল আশ্রমিকদের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ । একেবারে উন্নতমানের প্রথমসারির অনুষ্ঠান না হলেও, সকল আবাসিকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় যে অনুষ্ঠান পরিবেশিত হল, তা প্রশংসার দাবি রাখে। শুধু তাই নয় এদের এইসব কর্মকান্ডের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ঘোষিত হল :

'আমরা করব জয় নিশ্চয় '

এই অন্ধকারকে জয় করার ইচ্ছা ও মনোবল তৈরি করে দেন ওদের আঙ্কেল । তিনি ''Simple living, high thinking'' -- এই আদর্শে শুধু বিশ্বাসই করেন না, নিজের জীবনে তা মেনেও চলেন । এবং আশ্রমের ছেলেমেয়েদেরকেও তিনি এই মন্ত্রে দীক্ষিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন । তাঁর এই অক্লান্ত পরিশ্রমের পিছনে কাজ করে একটাই প্রত্যাশা --এই যৌনপল্লীর ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা শিখিয়ে মূল স্রোতে ফিরিয়ে দেবার কাজে সাহায্যের হাত বাড়াবেন দেশের মানুষ । আমাদের গোষ্ঠী তথা Community-র মানুষকে কবে কোন্ বিদেশী সংস্থা সাহায্য করবে সেই আশায় বসে না থেকে দেশের মানুষ, দেশীয় সংগঠন যদি সাহায্যের হাত বাড়ায় তাহলে এই অন্ধকার জগৎ থেকে উঠে আসা ছেলেমেয়েরা আলোর দিশা নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে ।

উৎসমানুষ প্রতিবেদক

কৃতজ্ঞতা ঃ পূরবী ঘোষ